ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
এক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যান্যারশীপ ফান্ড ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

এক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যান্যারশীপ ফান্ড (ইইএফ) সংক্রান্ত বিষয়ে গণ বিজ্ঞপ্তি

দেশের সম্ভাবনাময় সফটওয়্যার শিল্প এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পে নতুন বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, দেশের সক্ষম জনশক্তির আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন - ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে ইইএফ সৃষ্টি হয়। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইইএফ এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। ইইএফ এর সহায়তায় ইতোমধ্যে মৎস্য চাষ প্রকল্পসহ কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এছাড়া মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও কুমির চাষের মত নতুন ধরণের প্রকল্পও গড়ে উঠেছে।

সম্প্রতি কোন কোন দৈনিক পত্রিকায় ইইএফ ও ইইএফ পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আইসিবি সম্পর্কে নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, যা' দু:খজনক, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আইসিবি কর্তৃক ইইএফ পরিচালিত হয় অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রণীত নীতিমালা ও নির্দেশনার আলোকে। **ইইএফ থেকে কোন প্রকল্পে অর্থ সহায়তার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন স্তরে চারটি কমিটি রয়েছে। কমিটি সমূহে এফবিসিসিআই, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, BARC, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বেসিস, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর প্রতিনিধি রয়েছেন - যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ। কোন কমিটিতেই আইসিবির ২/৩ এর অধিক প্রতিনিধি নেই। ইইএফ এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডে রয়েছে স্বচ্ছতা। কাজেই এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ এবং আর্থিক লেনদেন দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।**

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এপ্রিল, ২০০৯ মাসে কৃষি ভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ২৯৭৮টি EOI আবেদন গ্রহণ করে এবং জুন / ২০০৯ মাসে উক্ত আবেদন সমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য আইসিবিতে স্থানান্তরিত হয়। আইসিবি অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে EOI আবেদনসমূহ যাচাই- বাছাই করে যথাযথ কমিটিতে উপস্থাপন করে। কমিটি ২১২৬টি প্রকল্প Short list ভূক্ত করে। **Short list ভূক্ত প্রকল্প সমূহের উদ্যোক্তাগণকে কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প মূল্যায়ন করিয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন আগামী ৩০শে নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের মধ্যে আইসিবিতে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়, উক্ত সময় বৃদ্ধির বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। বর্তমানে ১২১টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/বীমা প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রকল্প মূল্যায়ন করা সম্ভব।** মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/বীমা প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে ব্যবসায়িক সম্পর্কের ভিত্তিতে অথবা নিজস্ব নীতিমালার আলোকে ফি আদায় করে থাকে। তবে, আইসিবি উদ্যোক্তাগণকে প্রদত্ত সেবার বিপরীতে কোন ফি গ্রহণ করে না। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে পূর্ণাঙ্গ আবেদন আইসিবিতে জমা পড়ছে। উক্ত আবেদন সমূহ যাচাই বাছাই প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যাচাই-বাছাই সম্পাদনান্তে এ সম্পর্কে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে অবহিত করা হবে। কাজেই আইসিবি কর্তৃক ফি আদায় বা আইসিবির কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উদ্যোক্তাগণের সাথে যোগাযোগের বিষয়টি সঠিক নয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকি অব্যহত রেখেছে এবং আরো উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা আনয়ন ও সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইইএফ প্রকল্প মূল্যায়ন করে থাকে। মূল্যায়নের বিপরীতে প্রতিটি প্রকল্প থেকে ১.৫০ লক্ষ টাকা ফি আদায় করে। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ আইসিবির সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান হলেও এর রয়েছে পৃথক স্বত্তা ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনা।

চলমান পাতা/২

আইসিবি সর্বদাই উদ্যোক্তাগণের সহায়তা ও সুবিধা প্রদানের জন্য নিবেদিত। আইসিবি সকল সময় উদ্যোক্তাগণকে কোন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর দারস্থ না হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে আসছে। উদ্যোক্তাগণের সুবিধার্থে আইসিবি নিম্নোক্ত মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করেছে এবং আইসিবি প্রাঙ্গনে ব্যানার টানানো হয়েছে:

"এ মর্মে জানা গিয়েছে যে, কতিপয় দুষ্টচক্র আইসিবির নাম ব্যবহার করে ইইএফ সহায়তা পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান পূর্বক উল্লেখযোগ্য অর্থের বিনিময়ে প্রতারণা করে যাচ্ছে। এতে আইসিবির ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। উল্লেখ্য আইসিবির কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী এ ধরণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইইএফ এর ফরম পূরণ বা প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরীর জন্য আইসিবির কোন তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠান / প্রতিনিধিও নেই। এ ধরণের প্রতারণার শিকার হলে আইসিবি কোন ক্রমে দায়ী থাকবে না। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো। প্রয়োজনে আইসিবি, ইইএফ ডিভিশনে যোগাযোগ অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।"

তথাপি, কোন উদ্যোক্তা কোন মধ্যস্বত্বভোগী বা প্রতারক চক্রের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হলে এর দায়িত্ব আইসিবির উপর বর্তায় না।

জন্মলগ্ন থেকে লাভজনকভাবে পরিচালিত আইসিবি রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের একটি অত্যন্ত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। পুঁজিবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে আইসিবির ভূমিকা ব্যাপক। আইসিবির পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা স্কীমের অধীনে পরিচালিত মিউচুয়্যাল ফান্ড সমূহ সর্বোচ্চ মুনাফা দিয়ে থাকে। পুঁজি বাজারে তালিকাভূক্ত এবং তালিকা বহির্ভূত লাভজনক অনেক প্রতিষ্ঠান আইসিবি কর্তৃক অর্থায়িত। স্কয়ার গ্রুপ, ইসলাম গ্রুপ, এসিআই, বসুন্ধরা গ্রুপ - ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রুপ ইন্ডাষ্ট্রিজ এ বিভিন্ন সময়ে আইসিবি বিনিয়োগ করেছে এবং সফলভাবে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, স্বচ্ছ ও তথ্য সমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নেও আইসিবির সুনাম রয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। কাজেই আইসিবির দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনভিপ্রেত।

ইইএফ সম্পর্কিত কোন তথ্য / অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি / রিপোর্টার উক্ত বিষয়ে সত্যতা যথাযথভাবে নিরূপন করত: মতামত ব্যক্ত করলে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি সুবিচার করা হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অধিকন্তু ইইএফ সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনে আইসিবির ইইএফ ডিভিশন এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উপ- মহাব্যবস্থাপক
ইইএফ ডিভিশন, আইসিবি
ফোন : ৯৫৬৮৬৫৫

তারিখ ঃ ১৯.১১.২০০৯